بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ই মার্চ, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় সে (অর্থাৎ শয়তান) অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কাজের আদেশ দেয়। আর তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং করুণা যদি না হতো তাহলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানি। (সূরা আন্ নূর: ২২)

আদি থেকেই শয়তান মানুষের সাথে শত্রুতা করে আসছে আর চিরকাল শত্রুই থাকবে। এর কারণ এই নয় যে, তার মাঝে স্থায়ীত্বের কোন বৈশিষ্ট্য আছে বরং এই জন্য যে, মানুষের (আধ্যাত্মিক) জন্মের সূচনালগ্নে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কেননা; আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, যারা তাঁর প্রকৃত বান্দা শয়তানের হামলা থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। শয়তানের শত্রুতা প্রকাশ্য কোন শত্রুতা নয় যে, সে সামনে এসে যুদ্ধ করবে বরং শয়তান বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং জাগতিক লোভ-লালসার মাধ্যমে মানুষের আমিত্বকে পুঁজি করে নেকী বা পুণ্য থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয় এবং পাপের নিকটতর করে। শয়তান আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে বলেছিল, তুমি যেই প্রকৃতি বা স্বভাবমূলে মানুষকে সৃষ্টি করেছ তাহলো সে উভয় দিকেই আকৃষ্ট হতে পারে। আমি তাকে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করাবো কেননা; তার আকর্ষণ বেশি থাকেবে পাপের প্রতি। আমাকে যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি সবদিক থেকে তার ওপর আক্রমন করবো, সব মাধ্যমে তাকে বিভ্রান্ত করবো। তোমার প্রকৃত বান্দা বা যারা তোমার খাঁটি বান্দা তারাই কেবল আমার আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকবে। আমার কোন ষড়যন্ত্র, কোন হামলা তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না। কিন্তু এছাড়া তাদের অধিকাংশ আমার পদাঙ্কই অনুসরণ করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই অনুমতি দিয়েছেন আর একই সাথে একথাও বলেছেন যে, যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবী প্রেরণের ধারার সূচনা করে মানুষকে পুণ্যের পথও

অবহিত করেছেন আর সংশোধনের রীতি সম্পর্কেও জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যম সম্পর্কেও জ্ঞান দান করেন। আর এটিও সুস্পষ্ট করেন যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সহানুভূতির বাতাবরণে তোমাদেরকে সে কল্যাণ এবং মঙ্গলের প্রতি নয় বরং পাপ ও ক্ষতির দিকে আহ্বান করছে। আর যখন মানুষের হিসাব-নিকাশের দিন আসবে তখন খুব সহজভাবে ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার সাথে বলবে, আমি তোমাদেরকে পাপ, লোভ-লিপ্সা, গুনাহ্ এবং খোদার নির্দেশ লঙ্ঘনের প্রতি আহ্বান করেছিলাম ঠিকই কিন্তু তোমরা তো বিবেকবান ছিলে— তোমরা কেন নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটাওনি? পাপের প্রতি আমার আহবানকে তোমরা কেন কল্যাণ এবং পুণ্যের প্রতি আল্লাহ্‌র আহ্বানের ওপর প্রাধান্য দিলে? অতএব এখন নিজেদের অপকর্মের শাস্তি ভোগ কর। তোমাদের সাথে এখন আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের প্রতি শত্রুতা, যা আমি করেছি, এখন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাক। অতএব শয়তান এভাবেই মানুষের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে। পবিত্র কুরআনেও বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শয়তানের হামলা, ছল-চাতুরি আর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করেছেন। আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি এই আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, শয়তান সবসময় মানুষের পেছনে লেগে থাকে। সে যেহেতু আল্লাহ্ তা'লাকে বলেছিল, আমি তার ডান, বাম এবং অগ্র ও পশ্চাত থেকে হামলা করব তাই বড় দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে তার এই হামলা করার ছিল এবং সে তা করে। এমনকি শয়তান একথাও বলে যে, সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল-সোজা পথে বসে থেকে আমি মানুষের ওপর আক্রমন করবো। এখন এক ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, আমি যেহেতু সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল-সোজা পথ অনুসরণ করছি তাই আমি শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ। কিন্তু এমন লোকের এরূপ ধারণা ভুল বা অলীক । যাদের ওপর খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে অর্থাৎ যারা মাগযূব এবং যাল্লীন তারাও তো পূর্বে সিরাতে মুস্তাকীমেরই অনুসরণ করছিল। তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী ছিল, হযরত ঈসা (আ.)-এর মান্যকারী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা ভ্রষ্টতা এবং শির্‌কে লিপ্ত হয় এবং মহানবী (সা.)-কে অস্বীকার করে বসে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঈমান আনার পরও শয়তান মানুষের পিছু ধাওয়া ছাড়ে না বরং ক্রমাগতভাবে তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে। অনেকেই তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে অর্থাৎ শয়তানের কথায় প্ররোচিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমনকি যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে তারাও মুরতাদ হয়ে যায় এবং দুরাচারী হয়ে উঠে। অতএব শয়তানের পক্ষ থেকে এই যে হুমকি এটি অনেক বড় এক হুমকি। শুধু খোদার কৃপাই মানুষকে এই ভয়াবহ হুমকি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং রক্ষা করে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতের শেষের দিকে এই শব্দের মাধ্যমে মু'মিনদের প্রবোধ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হলেন সামী, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা। অতএব তাঁর দ্বারের কড়া নাড় এবং তাঁকে ডাক এবং অবিচলতার সাথে তাঁকে

ডাকতে থাক, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর দরবারে দোয়ায় সেজদাবনত থাক, তাহলে সেই খোদা যিনি সর্বজ্ঞানী এবং বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে যিনি সবিশেষ অবহিত, তিনি যখন দেখবেন, আমার বান্দা সত্যিকার অর্থেই বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে ডাকছে তখন তিনি এমন মু'মিনের হৃদয়ে এরূপ এক ঈমানী শক্তি সঞ্চার করবেন যার ফলে সে শয়তানী আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকবে, ক্রমাগতভাবে পুণ্যের মান উন্নত করার তৌফিক লাভ করবে এবং পাপ থেকে বাঁচার এক শক্তি তার মাঝে সৃষ্টি হবে।

অতএব শয়তান যে বলেছিল, তোমার বিশেষ বান্দারা ছাড়া সবাই আমার অনুসরণ করবে এ সম্পর্কে একজন বিবেকবান মানুষের চিন্তা করা উচিত। একজন সত্যিকার মু'মিনের চিন্তা করতে হবে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি বান্দা হওয়া যায়। তাঁর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থাপত্রের কথা আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন, আর তাহলো অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চল। অর্থাৎ প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা কর যা অযথা এবং বাজে, যা খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। যে অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চলবে খোদার করুণাবারি তাকে পরিশুদ্ধ করবে। আর যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পরিশুদ্ধ করেন সে-ই পরিশুদ্ধ হতে পারে। এমন পবিত্রদের কাছে এরপর আর শয়তান আসে না। এখানে এ কথাটিও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শয়তানের হামলা বা আক্রমন আকস্মিকভাবে হয় না, সে ধীরে ধীরে হামলা করে। শয়তান মানুষের হৃদয়ে প্রথমে কোন ক্ষুদ্র পাপ সঞ্চারের মাধ্যমে এই ধারণা সঞ্চার করে যে, এই সামান্য পাপে কিইবা যায় আসে! এটি তো তত বড় পাপ নয়! এই ছোট-খাট পাপই পরবর্তীতে বড় পাপের কারণ হয়ে যায় এবং মানুষকে বড় পাপে প্ররোচিত করে। ডাকাতি বা হত্যাই বড় পাপ গণ্য হবে এটি আবশ্যক নয়। যে কোন পাপ যা সমাজের শান্তি এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তা বড় পাপে পর্যবসিত হয়। তখন মানুষের এই চেতনাই হারিয়ে যায় যে, সে কি করছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি পবিত্র বা পরিশুদ্ধ হতে হয়, যদি খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয় তাহলে যেখানে অবিচলতার সাথে পাপমুক্ত থাকার চেষ্টার মাধ্যমে শয়তানের পদাঙ্ক এড়িয়ে চলতে হবে সেখানে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করে যাওয়াও আবশ্যক। সবসময় খোদা তা'লাকে ডাকা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া আবশ্যক। এছাড়া শয়তানের হামলা থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে না। এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। অনেকের হৃদয়ে এই প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ্ তা'লা শয়তানকে সৃষ্টিই করলেন কেন? প্রথম দিনই তার ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দিয়ে তাকে ধ্বংস করলেন না কেন? প্রথম দিনই যদি তাকে ধ্বংস করে দেয়া হতো তাহলে পৃথিবীতে আর কোন নৈরাজ্যই মাথাচাড়া দিত না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর উত্তর হলো, সবাইকে স্বীকার করতে হয় যে, সব মানুষের জন্য দু'টো 'জাযেব' বা আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। একটি আকর্ষণী

শক্তি হলো পুণ্য বা কল্যাণ যা নেকীর প্রতি আকৃষ্ট করে। আর দ্বিতীয় আকর্ষণী শক্তি হলো, ‘শর’ বা অনিষ্ট যা পাপের প্রতি আকৃষ্ট করে। উদাহারণ স্বরূপ এ বিষয়টি সবারই জানা এবং পরিক্ষিত বা স্বীকৃত যে, অনেক সময় মানুষের হৃদয়ে পাপের ধারণা জন্মে আর তখন সে এমনভাবে পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যে, যেন কেউ তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আর অনেক সময় তার হৃদয়ে পুণ্যের ধারণা জাগ্রত হয় আর তখন সে পুণ্যের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যেন কেউ তাকে পুণ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর প্রায় সময় এক ব্যক্তি পাপ করে পুনরায় পুণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খুবই লজ্জিত হয় যে, আমি পাপ করেছি। আর অনেক সময় এক ব্যক্তি কাউকে গালি দেয় বা প্রহার করে এরপর তার অনুশোচনা হয় আর সে মনে মনে বলে, আমি খুবই অন্যায় কাজ করেছি, এরপর সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করে বা ক্ষমা চায়। (অর্থাৎ তার মাঝে অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা জন্মে। তিনি (আ.) বলেন,) এই উভয় প্রকার শক্তি প্রত্যেক মানুষের মাঝে বিরাজমান। (আল্লাহ্ তা’লা মানব প্রকৃতিতে এগুলো সৃষ্টি করেছেন)। ইসলামী শরীয়তে পুণ্যের শক্তির নাম ‘লিম্মায়ে মালাক’ বা ফিরিশ্‌তা-প্রসূত ধ্যান-ধারণা রাখা হয়েছে আর পাপের শক্তিকে ‘লিম্মায়ে শয়তান’ বা শয়তান-প্রসূত ধ্যান-ধারণা আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, দার্শনিকেরা শুধু এতটাই বিশ্বাস করে যে, এই উভয় শক্তি সব মানুষের মাঝে অবশ্যই বিদ্যমান (অর্থাৎ পাপের অপশক্তি এবং পুণ্যের শুভশক্তি, কিন্তু ইসলামী শরীয়ত পুণ্যের শক্তিকে ‘লিম্মায়ে মালাক’ আখ্যায়িত করেছে আর পাপের অপশক্তিকে ‘লিম্মায়ে শয়তান’ আখ্যায়িত করেছে।) তিনি (আ.) বলেন, যদিও দার্শনিকেরা শুধু এতটুকুই বিশ্বাস করে, এই উভয় শক্তি প্রত্যেক মানুষের মাঝে রয়েছে কিন্তু খোদা তা’লা যিনি মহা অদৃশ্যের পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা রহস্যাবলী প্রকাশ করে থাকেন, অনেক দূরের এবং অনেক গুপ্ত ও সুপ্ত রহস্যাবলী যিনি প্রকাশ করেন আর গুপ্ত ও সুপ্ত বিষয়াদিরও যিনি সংবাদ দেন, তিনি এই উভয় শক্তিকে ‘মাখলূক’ বা সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। যে পুণ্যের প্রেরণা যোগায় তার নাম ফিরিশ্‌তা এবং রূহুল কুদূস রেখেছেন আর যে পাপের প্ররোচনা দেয় তার নাম শয়তান এবং ইবলীস রেখেছেন। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু প্রাচীন বুদ্ধিমান এবং দার্শনিকেরা একথা স্বীকার করেছেন যে, ইলক্বা বা প্রেরণার বিষয়টি অমূলক নয়।

তারা এটি মানেন যে, এ বিষয়টি একটি সঠিক ও সত্য বিষয়। মানব হৃদয়ে পাপের প্ররোচনাও জাগে আর পুণ্যের প্রেরণাও সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) এর ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন,

এই উভয় শক্তি সব মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। তোমরা এগুলোকে দু’টো শক্তিও আখ্যায়িত করতে পার বা রূহুল কুদূস এবং শয়তানও বলতে পার কিন্তু যাই হোক না কেন এ দুইয়ের অস্তিত্বকে তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না। এগুলো সৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য হলো, মানুষের পুণ্যকর্মের মাধ্যমে প্রতিদান লাভের যোগ্যতা অর্জন করা। মানব প্রকৃতি

যদি সৎকাজ করতে বাধ্য হতো আর পাপের প্রতি স্বভাবজই ঘৃণা রাখতো, তাহলে সে নেক কর্মের বিন্দুমাত্রও প্রতিদান পেত না কেননা; তখন এটি তার প্রকৃতিগত বা সহজাত বৈশিষ্ট্য হতো। কিন্তু যেখানে তার ফিতরত বা প্রকৃতি দু'টো আকর্ষণের মাঝে অবস্থান করে আর সে পুণ্যের আকর্ষণী শক্তির আনুগত্য করে সেখানে এর জন্য সে প্রতিদান লাভ করে।

তিনি (আ.) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানব হৃদয়ে দু'ধরণের ইলক্বা বা প্রেরণার সঞ্চার হয়, একটি হলো পুণ্যের প্রেরণা এবং অপরটি পাপের প্ররোচনা। এখন এটি জানা কথা যে, এই উভয় প্রকার ইলক্বা বা প্রেরণা জন্মগতভাবে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে না (অর্থাৎ জন্মের সময় এগুলো তার অংশ ছিল না) কেননা; এগুলো একটি অন্যটির বিরোধী বা বিপরীত। (পাপ এবং পুণ্যের মাঝে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। এটি হতেই পারে না যে, শৈশবেই কোন বাচ্চার প্রকৃতিতে পাপ এবং পুণ্য উভয়টি বিরাজমান থাকবে।) তিনি (আ.) বলেন, এগুলো পরস্পর বিরোধী এবং এগুলোর ওপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই প্রমাণিত হলো, এই উভয় প্রেরণা এবং প্ররোচনা বাহির থেকে আসে, (মানুষ পুণ্যের এবং পাপের প্রভাব বাহির থেকেই গ্রহণ করে। মানুষ যে ধীরে ধীরে পুণ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যায় বা পাপের ক্ষেত্রে অধঃপতিত হয় এর প্রভাব বাহির থেকেই আসে।) তিনি (আ.) বলেন, মানুষের উৎকর্ষতা এর ওপরই নির্ভরশীল আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই উভয় প্রকার সত্তা অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা এবং শয়তানকে হিন্দুদের গ্রন্থও মানে, আর অগ্নি পূজারীরাও এ দু'টোর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। বরং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যত ঐশী গ্রন্থ এই পৃথিবীতে এসেছে এর প্রত্যেকটিতে এই উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তাই আপত্তি করা শুধু অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ বৈ কিছু নয়। এর উত্তরে শুধু এতটুকু লেখাই যথেষ্ট, যে ব্যক্তি পাপ এবং দুস্কৃতি থেকে বিরত হয় না সে স্বয়ং শয়তান হয়ে যায়। যেভাবে এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মানুষও শয়তান হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা কেন তাদেরকে শাস্তি দেন না, এই মর্মে যে-ই প্রশ্ন করা হয় এর উত্তর হলো, শয়তানকে শাস্তি দেয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুত দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই সেই প্রতিশ্রুত দিনের অপেক্ষায় থাকা উচিত। (আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি শাস্তি দিব এবং অবশ্যই দিব। কখন দিব? এর উত্তর হলো, এই পৃথিবীতে হোক বা পরকালে, নির্ধারিত সময়ে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে।) অনেক শয়তান ইতোমধ্যে আল্লাহ্ তা'লার হাতে শাস্তি পেয়েছে আর অনেকেই পাবে।

এরপর কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে শয়তান মানুষকে আহ্বান করে? কোন্ কোন্ মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে? আর এমন কী কী বিষয় আছে যা অবলম্বন করে মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে রক্ষা পায়? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

শয়তান মিথ্যা, অন্যায়, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-উচ্ছাস, হত্যা, উচ্চাভিলাষ, লোক দেখানো আর অহংকারের দিকে আহ্বান করে এবং আমন্ত্রণ জানায়। অর্থাৎ বড় বড় লোভ দেখায় এবং ভালোবাসার সাথে আহ্বান করে যে, আস এই পাপে জড়িয়ে পড়। পক্ষান্তরে বিপরীতে রয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর নৈতিক গুণাবলী। আর তাহলো ধৈর্য, পূর্ণ নিমগ্নতা, আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন হওয়া, নিষ্ঠা, ঈমান এবং সাফল্য। এগুলো হলো খোদা তা'লার আমন্ত্রণ। একদিকে রয়েছে শয়তানের প্রলোভন আর অপরদিকে পুণ্যের প্রতি খোদা তা'লা আমন্ত্রণ । মানুষ এই উভয় আকর্ষণী শক্তির মাঝে পড়ে আছে। অর্থাৎ এই উভয়টির মাঝে ম্যাগনেটিজম বা আকর্ষণকারী এক শক্তি রয়েছে। যার প্রকৃতি নেক, যার ভেতরে পুণ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সে শয়তান এবং তার সহস্র সহস্র আমন্ত্রণ ও প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও সেই সুস্থ প্রকৃতি, নেক স্বভাব এবং শান্তিপ্রিয় বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ শয়তান তাকে যতই ডাকুক না কেন যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লা নেক ও পুতঃ প্রকৃতি নিহিত রেখেছেন সে নিজের পুণ্যের কল্যাণে খোদা তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ এমন প্রকৃতি যার আছে সে-ই খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর খোদা তা'লা তখন তাকে শয়তানের প্রতি ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে খোদার দিকে ধাবিত হওয়ার তৌফিক দান করেন, আর খোদা তা'লার সত্তাতেই সে প্রশান্তি, প্রবোধ এবং সুখ খুঁজে পায়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, প্রতিটি বস্তুর অবশ্যই কিছু না কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন রয়েছে। যতক্ষণ তাতে সেই চিহ্ন বা নিদর্শন পাওয়া না যাবে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। দেখ! চিকিৎসকরা ঔষধ আবিস্কার করে থাকেন। বনফ্‌সা (বেগুনী ফুল) শসা বা ক্ষিরা এবং জামাল গোটা (এগুলো এমন ফল বা গুল্মলতা যা থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়) ইত্যাদিতে যদি সেই সব বৈশিষ্ট্য না থাকে যা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর প্রমাণিত হয়েছে (যার মাধ্যমে কতিপয় রোগ নিরাময় হয়) আর চিকিৎসকেরা যদি নিশ্চিত হন যে এগুলোতে সেই বৈশিষ্ট্য নেই তাহলে তারা তা পরিত্যাজ্য বস্তুর মতো ছুড়ে ফেলে দেবেন। অনুরূপভাবে ঈমানের লক্ষণাবলীও একটি সত্য বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ গ্রন্থে বারবার এগুলোর উল্লেখ করেছেন। এটি সত্য কথা যে, মানুষের মাঝে ঈমান প্রবেশ করতেই আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ, পবিত্রতা, তাঁর গরিমা, তাঁর শক্তি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-র প্রকৃত অর্থ ও মর্ম তার জীবনে প্রতিভাত হয়। আর এক পর্যায়ে খোদা তার হৃদয় মন্দিরে আসন গ্রহণ করেন। তখন তার ওপর এক প্রকার মৃত্যু আসে আর পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ স্বভাব তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। এটিই সেই প্রকৃতিগত সৌভাগ্য যে, সঠিক ঈমান থাকলে পাপাচারে জর্জরিত জীবনের ওপর এক মৃত্যু আসে এরপর একটি নতুন জীবনের সূচনা হয়। আর সেটিই আধ্যাত্মিক জীবন হয়ে থাকে বা এভাবে বলতে পার যে, সেটি তার আধ্যাত্মিক জন্মের প্রথম দিন

হয়ে থাকে। মানুষের শয়তানী জীবনের ওপর যখন মৃত্যু আসে আর এক শিশুর জন্মের ন্যায় তার আধ্যাত্মিক জীবনের যখন সূচনা হয় তখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে যায়।

এরপর অহংকার এবং শয়তানের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

সর্বপ্রথম আদমও পাপ করেছিল। ধর্মের ইতিহাসে আদমের পাপের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর শয়তানও পাপ করেছিল। পাপ দু'টো ছিল, একটি পাপ আদম করেছিল আর অন্যটি করেছিল শয়তান। কিন্তু আদমের মাঝে অহংকার ছিল না আর এ কারণেই সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পাপ স্বীকার করেছে এবং তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। এ কারণেই মানুষের ক্ষেত্রে তওবার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। যদি তার অহংকার না থাকে, মানুষ যদি পাপ স্বীকার করে অনুশোচনা করে আর খোদার কাছে ক্ষমা চায় তাহলে সে ক্ষমা পায় আর আশা করা যায়, খোদা তা'লা ক্ষমা করবেন। কিন্তু শয়তান অহংকার করেছে এবং অভিশপ্ত হয়েছে। মানুষের মাঝে যা নেই, যেই বৈশিষ্ট্য মানুষের মাঝে নেই, এক অহংকারী অযথ সেই গুণের দাবী করতে উদ্যত হয়। তোমার অহংকার করার মত যোগ্যতাই নেই, তোমার সামর্থই বা কতটুকু? কতটা উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে? যেখানে সবকিছু অর্জনের শক্তিই নেই সেখানে অহংকারের কারণ কী? তিনি (আ.) বলেন, অহংকারী অনর্থক সে বিষয়ের দাবি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় যা তার মাঝে নেই। নবীরা অনেক কুশলী হয়ে থাকেন, তাদের অনেক দক্ষতা থাকে, যার একটি হল আত্মবিলুপ্তি। তাঁরা নিজেদের অহমিকাকে পিষ্ট করেন। তাঁদের মাঝে আত্মম্ভরিতা থাকে না, তারা নিজেদের জীবনে এক মৃত্যু আনয়ন করেন। বড়াই বা গরিমা তো একমাত্র খোদা তা'লারই সাজে। যারা অহংকার করে না এবং বিনয়াবনত জীবন কাটায় তাঁরা ধ্বংস হয় না। অতএব অহংকার পরিহার কর।

এগুলো হলো সেসব বৈশিষ্ট্য যা এক মু'মিনের অবলম্বন করা উচিত। নতুবা সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী হবে। মানুষ অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না যে, তার মাঝে অহংকার রয়েছে। তাই সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। শয়তান কীভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের ষড়যন্ত্র করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

মানুষের কর্ম যদি পাপমুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ পাপাচারে কলুশিত কোন কাজ যদি সে না করে, এমন কোন কাজ যদি সে না করে যাকে পাপ বলা যায়, তাহলে শয়তান চোখ, কান, নাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। বাহ্যতঃ পাপাচারপূর্ণ কোন কাজ না করলেও শয়তান মানুষের চোখ, কান এবং নাকে আসন গেড়ে বসে থাকতে চায়। আর সেখানেও যদি সে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে সে চায়, নিদেনপক্ষে যেন মানুষের হৃদয়েই যেন পাপ বিরাজমান থাকে। অনেকেই বাহ্যতঃ কোন পাপ করে না বা বড় পাপে লিপ্ত হয় না এমনকি ছোট বা ক্ষুদ্র পাপেও জড়ায় না। অনেকে সেই

সুযোগই পায় না, বা পাপ করার কোন কারণই খুঁজে পায় না, বা কারো ভয়ে সে পাপ করে না। বাহ্যতঃ এবং কার্যতঃ তারা কোন পাপ করে না কিন্তু এরপরও শয়তানের কারসাজি অব্যাহত থাকে। যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক না থাকে তাহলে সে কোন না কোন ভাবে মানুষের ভেতর পাপের বীজ বপন করতে চায়, তার হৃদয়ে আসন গেঁড়ে বসতে চায়। তিনি (আ.) বলেন, শয়তান নিজের যুদ্ধ বা অপচেষ্টাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় কিন্তু যে হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে সেখানে শয়তানী রাজ বা শয়তানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যদি কোন হৃদয়ে খোদার ভয় থাকে তাহলে প্রশ্নই উঠে না যে, শয়তান সেই হৃদয়ে পাপের বীজ বপন করতে সক্ষম হবে। তিনি (আ.) বলেন, অবশেষে শয়তান এমন ব্যক্তির বিষয়ে নিরাশ হয়ে যায়, পৃথক হয়ে যায়। নিজের বড়াই বা অহমিকায় ব্যর্থ হয়ে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে তাকে সেখান থেকে চলে বিদায় নিতে হয়। সেই হতভাগা সেখান থেকে প্রস্থান করে।

আসল বিষয় হলো, মানুষের হৃদয়ে খোদাভীতি বিরাজ করা। খোদাভীতি বা খোদার ভয় যদি থাকে তাহলে মানুষ অনেক পাপ এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়। এক চোরও যদি চুরি করার সময় জানতে পারে যে, একটি শিশু তাকে দেখছে সে সেই শিশুকেও ভয় করে। অতএব যতদিন এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি না হবে বা যতক্ষণ হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল না হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতিটি কর্মকে দেখছেন, ততক্ষণ মানুষের জন্য পাপ এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। শয়তান অনেক সময় পুণ্য বা নেকীর দোহাই দিয়েও মানুষকে নিজের পিছনে পরিচালিত করে। একবার কোন বৈঠকে ইলহাম এবং হাদীসুন নফ্স অর্থাৎ মনগড়া কথার মাঝে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হয় । সত্য ইলহাম কোনটি তা বোঝা অনেক কঠিন একটি বিষয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মনগড়া কথা বা শয়তানের প্ররোচনা আর আল্লাহ্ তা'লার ইলহামের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। আসলে কোন এলহাম মনগড়া কথা বা শয়তানের প্ররোচনা হয়ে থাকে কিন্তু সেটিকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম ভেবে বসে আর এভাবে প্রতারিত হয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যেই কথা আসে তা প্রতাপান্বিত এবং প্রশান্তিকর হয়ে থাকে, হৃদয়ে দৃঢ়তার সাথে তা প্রবেশ করে, আল্লাহ্‌র হাত থেকে তা উৎসারিত হয়, এর সমকক্ষ কোন শব্দ বা বাক্য হতে পারে না, এটি লোহার মত হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আছে, **"إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلً"** (সূরা আল্ মুয্যাম্মেল: ০৬)

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এক অত্যন্ত গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি। **'ثَقِيلً'** শব্দের অর্থ এটিই। কিন্তু শয়তান এবং প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা এমন হয় না। মনগড়া কথা আর শয়তান যেন একই বিষয়ের দু'টো ভিন্ন নাম। দু'টো শক্তি মানুষের চিরসাথী যার একটি হলো, ফিরিশ্‌তা আর অপরটি হলো শয়তান। অর্থাৎ তার পায়ে যেন দু'টো রশি বাধা থাকে। ফিরিশ্‌তা পুণ্যের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে, যেমনটি পবিত্র

কুরআনে আছে "أَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ" (সূরা আল্ মুজাদেলা: ২৩) অর্থাৎ নিজের বাণী অবতীর্ণ করার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেছেন। আর শয়তান পাপে উৎসাহিত করে, যেমনটি কুরআনে আছে, "يُوَسْوِسُ" (সূরা আন্ নাস: ০৬)। এই উভয়টিকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আলো ও অন্ধকার সহাবস্থান করে। কোন জিনিষের জ্ঞান না থাকার অর্থ এটি নয় যে, সেই জিনিষের অস্তিত্বই নেই। কোন কথার যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে এর অর্থ এটি করা যাবে না যে, সেই কথার কোন অস্তিত্বই নেই। তিনি বলেন, এই জগৎ ছাড়াও আরো সহস্র সহস্র বিস্ময়কর বিষয়াদি রয়েছে। এই বিশ্বজগত যা একটি অসাধারণ বিস্ময়, এছাড়াও খোদা তা'লার সহস্র সহস্র বিস্ময় রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" (সূরা আন্ নাস: ০২) আয়াতে শয়তানের সেই সব কুমন্ত্রণারই উল্লেখ রয়েছে যা সে আজকাল মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করছে। বিশেষ করে এ যুগে, যেটিকে আধুনিক যুগ বলা হয় এবং যে যুগে মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলতে বসেছে, শয়তানই সত্যিকার অর্থে হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করছে। আর সবচেয়ে বড় কুমন্ত্রণা হলো, রবুবিয়্যত সম্পর্কে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করা। যেভাবে ধনাঢ্যদের হাতে অঢেল ধন-সম্পদ দেখে মানুষ বলে বসে, এই লালন-পালনকারী, এ ব্যক্তিই আমার সব কিছু। শয়তান কীভাবে কুমন্ত্রণা জোগায় এ সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেয়া হয়েছে। আর ধনীরাই আমাদের চাহিদা পুরণ করে বা অভাব দূর করে বা আল্লাহ্ ছাড়াও কোন অস্তিত্ব আছে যে আমাদের অভাব মোচন করতে পারে মর্মে যে কুমন্ত্রণা রয়েছে তা থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়? এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

এ কারণেই সত্যিকার প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই দোয়া কর যে, আমি মানব জাতির প্রকৃত প্রতিপালকের আশ্রয়ে আসতে চাই। এরপর মানুষ দুনিয়ার বাদশাহ্ এবং শাসকদেরকে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববান আখ্যা দেয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে "مَلِكِ النَّاسِ" (সূরা আন্ নাস: ০৩) অর্থাৎ মানুষের একমাত্র মালিক হলেন, আল্লাহ্ তা'লা। মানুষের কুমন্ত্রণার ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, সে সৃষ্টিকে খোদার সমকক্ষ জ্ঞান করে বসে এবং আশা-আকাঙ্খা ও ভয়কে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে। এই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে "إِلَٰهِ النَّاسِ" (সূরা আন্ নাস: ০৪) অর্থাৎ তোমাদের একমাত্র উপাস্য হলেন, আল্লাহ্ তা'লা। এই হলো তিনটি কুমন্ত্রণা যা দূরীভূত করার জন্য সূরা নাসে উপরোক্ত তিনটি তাবিয বা রক্ষাকবচের উল্লেখ করা হয়েছে। আর এসব কুমন্ত্রণা সঞ্চারকারী হলো খান্নাস বা শয়তান, তওরাতে হিব্রু ভাষায় তার নাম 'নাহাস' রাখা হয়েছে যে হাওয়ার কাছে এসেছিল এবং যে অজান্তে হামলা করে বা আক্রমণ করে। এই সূরায় তার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এটি থেকে বুঝা গেল, দাজ্জালও জোর জবরদস্তি করে কিছু করবে না বরং গুপ্ত হামলা করবে যেন কেউ জানতেই না পারে। বর্তমান যুগের চাকচিক্য, আধুনিক যুগের নিত্যনতুন আবিষ্কারাদী বা আধুনিক শিক্ষার নামে খোদা এবং ধর্মের সাথে

যে দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যার পিছনে বিভিন্ন সরকার এবং বড় বড় সংগঠন কলকাঠি নাড়ছে। মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন কথা বলা হয় যে, দেখ! ধর্ম তোমাদের স্বাধীনতা খর্ব করছে অথচ মানবাধিকারের দাবি হলো, মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা! এমন সব কথা ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করা হয় আর এ যুগে শয়তানই এসব কাজ করছে। বিভিন্ন সরকারও এর অন্তরালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে আর নারী অধিকারের নামে বা মানবাধিকারের নামে যা আমি পূর্বেই বলেছি বিভিন্ন সংগঠন এই অপকর্ম করছে। যেখানেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার বা দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয় সেখানেই সবার বোঝা উচিত, সব আহমদীর বোঝা উচিত এবং সব মু'মিনের বোঝা উচিত যে, এখানে শয়তান আমাদের ওপর হামলা করতে যাচ্ছে আর এরাই হলো, দাজ্জালী অপশক্তি ।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, এটি ভুল কথা যে, শয়তান স্বয়ং হাওয়ার কাছে গিয়েছিল বরং বর্তমানে সে যেভাবে গুপ্ত হামলা করে তখনও তাই করেছিল। সে এমন কোন ব্যক্তি বা সত্তা ছিল না যে হাওয়ার কাছে গিয়েছিল বরং সে এভাবেই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করেছিল। সে কারো হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে আর সেই কুমন্ত্রণাই শয়তানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। কোন এক ধর্ম-বিরোধীর হৃদয়ে শয়তান এই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করেছিল। আর আদম যেই জান্নাতে থাকতেন তাও এই পৃথিবীতেই ছিল, তা বায়বীয় কোন জান্নাত ছিল না। কোন পাপাচারী তাঁর হৃদয়ে এই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে। পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরাতেই আল্লাহ্ তা'লা এই তাকিদপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, " مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " এবং "الضَّالِّينَ"-দের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে না। এতে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও অন্তর্নিহিত রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কিছু মুসলমান এমনটিই করবে অর্থাৎ এমন এক যুগ আসবে যখন তাদের মাঝে অনেকেই ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে। নির্দেশ সব সময় এমন বিষয়েই দেয়া হয় যে বিষয় সম্পর্কে এই আশঙ্কা থাকে যে, কিছু মানুষ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে।

পুনরায় ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়া সংক্রান্ত বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখ! মানুষ দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি শ্রেণী তারা, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মগ্ন হয়ে যায়। আর শয়তান তাদের মাথায় ভর করে। আমার কথার অর্থ এটি নয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ, না, সাহাবীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর সেই সাথে ইসলাম সম্পর্কে সত্যিকার বা প্রকৃত জ্ঞান যা তাদের হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করে, সেই ঈমানও অর্জন করেছেন। এ কারণেই কোন ক্ষেত্রে শয়তানের আক্রমণে তারা দোদুল্যমান হন নি। আর কোন কিছুই সত্যের বহিঃপ্রকাশ থেকে তাদের বিরত রাখতে পারে নি। আমার কথার একমাত্র অর্থ হলো, যারা সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদিতার বান্দা বা দাস

হয়ে যায় এবং জগৎ পূজারী হয়ে যায়, এমন মানুষের ওপর শয়তান প্রভুত্ব করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তারা, যারা ধর্মের উন্নতির চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এই দলকে 'হিযবুল্লাহ্' বলা হয় আর এরাই শয়তান আর তার বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়। ধনসম্পদ যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় তাই আল্লাহ্ তা'লাও ধর্মের উন্নতি এবং ধর্মের সন্ধানকে এক প্রকার ব্যবসা আখ্যা দিয়েছেন। ধর্মের সন্ধান অর্থাৎ সত্য ধর্মের তালাশ এবং ধর্মের উন্নতির চেষ্টা, এটিও এক ধরনের ব্যবসা। জাগতিক ধন-সম্পদ তো এই পৃথিবীতেই থেকে যাবে কিন্তু এই সম্পদ বা এই বাণিজ্য পরবর্তী জীবনেও কাজে আসবে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ" (সূরা আস্ সাফ: ১১) অর্থাৎ আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসা বা বাণিজ্যের সংবাদ দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বা আযাব থেকে রক্ষা করবে। তিনি (আ.) বলেন, সর্বোত্তম ব্যবসা হলো, ধর্মের উন্নতির ব্যবসা করা যা মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করে। নিজের জামাতকে সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন , আমিও আল্লাহ্ তা'লার ভাষায় তোমাদের বলছি, "هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ" ।

অতএব আমাদের এমন ব্যবসা-বাণিজ্যই করা উচিত। সেসব পথ অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত, যে পথের দিকে যুগ ইমাম এবং খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী আমাদেরকে ডাকছেন যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারি।

এরপর গুপ্ত বা অপ্রকাশিত পাপ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই পাপ এড়িয়ে চল। কেউ যখন সমস্যা কবলিত হয় তখন এর জন্য সত্যিকার অর্থে মানুষ নিজেই দায়ী হয়ে থাকে। কোন সমস্যা কবলিত হওয়ার পর একথা বলা যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই সমস্যা এসেছে, এটি ঠিক নয় বরং মানুষ নিজেই দোষী হয়ে থাকে, এটি আল্লাহ্ তা'লার দোষ নয়। অনেকেই বাহ্যতঃ খুবই পুণ্যবান হয়ে থাকে আর মানুষ আশ্চর্য হয়, সে কেন কোন পরীক্ষায় নিপতিত হল বা কোন পুণ্যার্জনে সে কেন ব্যর্থ হল? কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার সুপ্ত এবং গুপ্ত পাপ থেকে থাকে যা তাকে এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু অতীব ক্ষমাশীল এবং মার্জনা করে থাকেন, তাই মানুষের গুপ্ত এবং অপ্রকাশিত পাপ সম্পর্কে কেউই জানতে পারে না। কিন্তু গুপ্ত পাপ প্রকাশ্য পাপের চেয়েও বেশি ঘৃণ্য হয়ে থাকে। পাপ আসলে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির মত হয়ে থাকে। বড় বড় রোগ-ব্যাধি বা বাহ্যিক রোগ সবার চোখে পড়ে (যা দেখে মানুষ বলে যে) যেমন অমুক ব্যক্তি অমুক রোগে আক্রান্ত। কিন্তু কিছু কিছু এমন গুপ্ত এবং সুপ্ত ব্যাধি রয়েছে যে, অনেক সময় রোগী নিজেও বুঝে উঠতে পারে না যে, আমি কোন হুমকির সম্মুখীন। এমনই একটি রোগ হলো টিবি বা যক্ষা। অনেক সময় প্রথম দিকে চিকিৎসকও বুঝে উঠতে পারে না আর এক পর্যায়ে রোগ প্রকট রূপ ধারণ করে। অনেক সময় শেষ পর্যায় গিয়ে জানা যায়। কিছু মানুষ

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে, বাহ্যতঃ তাদেরকে ভালো ও সুস্থ বলে মনে হলেও হঠাৎ করে জানা যায় যে, সে ক্যান্সারে আক্রান্ত আর এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে এটি দুরারোগ্য। ক্যান্সার ছড়িয়ে গিয়ে থাকে আর কয়েক মাসের ভেতরেই মানুষ মারা যায়।

যেভাবে রোগের কথা বুঝা যায় না তেমনটি মানুষের আভ্যন্তরীণ পাপের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য যা ধীরে ধীরে তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। আল্লাহ্ তা'লা যদি নিজ সন্নিধান থেকে করুণা করেন তাহলেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কুরআনে আছে " قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا" (সূরা আশ্ শামস: ১০) অর্থাৎ যে আত্মশুদ্ধি করেছে সে-ই সফলকাম হয়েছে। কিন্তু আত্মশুদ্ধিও এক প্রকার মৃত্যুরই নামান্তর। যতক্ষণ সমস্ত ঘৃণ্য স্বভাব এবং চরিত্র পরিত্যাগ না করা হবে আত্মশুদ্ধি অর্জন কী করে সম্ভব হতে পারে? যত বাজে, ঘৃণ্য, হীন ও ইতর অভ্যাস রয়েছে, যার ওপর শয়তান পরিচালনা করতে চায় অর্থাৎ শয়তান যে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় পথে পরিচালিত করতে চায়, তা যতদিন পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। 'মুনকার' শব্দের অর্থই হলো, এমন সব বিষয় যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। যতক্ষণ সকল নীচ ও ইতর অভ্যাস পরিত্যাগ না করা হবে আত্মশুদ্ধি কীকরে লাভ হতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তির ভেতর কিছু না কিছু অনিষ্ট বা পাপের উপকরণ থেকেই থাকে, আর তা-ই তার জন্য শয়তান হয়ে থাকে। যতক্ষণ তাকে হত্যা না করবে কোন সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্ত খোদার আশ্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে এবং আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। শয়তানকে মারার জন্য কী প্রয়োজন এবং কীভাবে আমাদের প্রদক্ষেপ নেয়া উচিত- এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

নবীরা খোদার বিকাশস্থল এবং খোদা দর্শনের আয়না হয়ে থাকেন। আর সত্যিকার মুসলমান এবং সত্যিকার বিশ্বাসী তারা হয়ে থাকে যারা নবীদের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব হয়ে হন। সম্মানিত সাহাবীগণ এ রহস্যকে ভালভাবে অনুধাবন করেছেন, আর তারা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হয়েছেন, এমনভাবে আত্মবিলুপ্তির পথ বেছে নিয়েছেন যে, তাদের সত্তায় আর কিছু অবশিষ্টই ছিল না। যে-ই তাদেরকে দেখতো, খোদার মাঝে বিলীন পেত, খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় আর মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বনের প্রচেষ্টায় তারা নিমগ্ন ছিলেন। স্মরণ রেখ! এ যুগে যত দিন সেই নিমগ্নতা এবং সেই বিলীনতা, সেই আত্মবিলুপ্তির বৈশিষ্ট্য যা সাহাবীদের মাঝে ছিল, না হবে ততদিন মুরীদ বা ভক্তকুলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি সত্য প্রমাণিত হতে পারে না। এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও, যতদিন খোদা তোমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ না করবেন এবং ঐশী গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য তোমাদের মাঝে প্রকাশ না পাবে ততদিন শয়তানী রাজত্ব তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে।

খোদা তা'লা আমাদেরকে একশত ষোলআনা খোদা তা'লার হয়ে যাওয়ার তৌফিক দিন। সব অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে মুক্ত থেকে, সকল পাপ

এড়িয়ে, সকল অহংকার থেকে দূরে থেকে, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখে আমরা যেন খোদার কৃপাভাজন হতে পারি। আমাদের দৃষ্টি সদা সর্বদা যেন খোদার সত্তায় নিবদ্ধ থাকে, সব সময় তিনিই যেন আমাদের প্রতিপালক প্রমাণিত হন। বাদশাহ্ হিসেবে সব সময় আমাদের হৃদয়ের যেন তাঁরই নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনিই যেন আমাদের উপাস্য হন আর সব সময় আমরা যেন তাঁকেই ডাকি আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে যেন আমরা নিরাপদ থাকি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।